



220511 - কয়িমতরে দিনরে ধারাবাহিকি ঘটনাবলী

প্রশ্ন

কয়িমতরে দিনরে ঘটনাবলী কী ধারাবাহিকভাবে বনিয়াস করা সম্ভব? ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটবে: প্রথমত পুনরুত্থান, তারপর পঞ্চাশ হাজার বছর অপেক্ষা, হাউয়ে উপস্থিতি, হাশর, হিসাবরে জন্য আমল পশে, হিসাব-নিকাশ, কাফরেদের জাহান্নামে প্রবশে, মুসলমি ও মুনাফকিদরে পুলসরাত অতিক্রম, বান্দাদরে পারস্পরিক জুলুমরে কসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ, জান্নাত। পুলসরাত পার হওয়ার সময় যে ব্যক্তি জাহান্নামে পড়ে যাবে সে হয়তো এমন মুনাফকি হবে যে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী অথবা এমন পাপী মুসলমি যে তার পাপরে মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি পাবে। এই ধারাবাহিকতা কী সঠিক? আমি একজন শাইখরে মুখে শুনছি যে মৃত্যুর সময় দু'জন শয়তান তার বাবা-মায়রে আকৃতি ধারণ করে বসে থাকে। তারা তাকে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণরে নরিদশে দেয়। এই হাদীস কী সহীহ?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

কয়িমতরে দিনরে ধারাবাহিকি ঘটনাবলী:

পুনরুত্থান ও মানুষদরে হাশররে মাঠে গমন
হাউয় ও তা থেকে মুমনিদরে পান করা
হিসাব ত্বরান্বতি করার জন্য বৃহত্তর সুপারিশ (শাফায়াত)
আমল পশে ও প্রথমিকি হিসাব
আমলনামা উড়ে যাওয়া ও তা পড়া
মীযান
পুলসরাত অতিক্রম
জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবশে

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।



কয়িমতরে দিনরে ধারাবাহিকি ঘটনাবলী

মুহাক্ককি আলমেদরে মতে কয়িমতরে দিনি যা ঘটবে তার ধারাবাহিকতা নমিনরূপ:

১. মানুষরে পুনরুত্থান করা হবে। তখন সবাই কবর থেকে উঠে হাশররে মাঠে যাবে। তারপর তারা হাশররে মাঠে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। এখানে তাদের ভয়াবহ অবস্থা হবে ও তীব্র পিপাসা লাগবে। এ সময় তারা প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে থাকবে। একদিকে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, হিসাব গ্রহণরে ব্যাপারে তারা নশ্চিতি থাকা এবং আল্লাহ তাদের উপর আরও যা ঘটাবনে সে সব কারণে।

২. দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জন্য সর্বপ্রথম তার হাউয় উত্থাপন করবেন। রাব্বুল আলামীনরে জন্য দাঁড়িয়ে থাকা যখন তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে, এমন এক দিনে যে দিনরে দরৈঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। তখন কয়িমতরে ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাউয় পশে করা হবে। যে ব্যক্তি তার সুননতরে উপর মারা যাবে, কোনোটো কিছু বদলাবে না, কোনোটো কিছু নব-উদ্ভাবন করবে না, কোনোটো কিছু পরবর্তন করবে না, সে হাউয়ে আসবে এবং তাকে সেখান থেকে পান করানো হবে। সদিনে ব্যক্তির প্রথম নরিপত্তা হবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাউয় থেকে পানি পান করা। এরপর সকল নবীর হাউয় উত্থাপন করা হবে। প্রত্যকে (নবীর) উম্মতরে নকেকার ব্যক্তিরি সেই নবীর হাউয় থেকে পানি পান করবে।

৩. এরপর মানুষ লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর বৃহত্তর শাফায়াত ঘটবে, যটো হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে শাফায়াত। যাতে করে মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুলরে হিসাব দ্রুত শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ দীর্ঘ হাদীসে আছে: তারা আদমরে কাছে এটি চাইবে। তারপর নূহরে কাছে এবং তারপর ইব্রাহীমরে কাছে। এভাবে শেষ পর্যন্ত যতে যতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে বলবে: ‘হে মুহাম্মাদ! তারপর তারা তাঁর কাছে নজিদে পরিস্থিতিরি উল্লেখ করবে। তারা তাঁর কাছে বলবে যনে তিনি আল্লাহর কাছে অবলিম্বে হিসাব গ্রহণ শুরু করার মাধ্যমে মানুষকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। লোকেরো যখন বলবে: আপনার রবরে কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, তখন তিনি বলবেন: “আমহি এই কাজরে জন্য। আমহি এই কাজরে জন্য।” তারপর তিনি আরশরে কাছে এসে সজিদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর এমন কিছু প্রশংসা করবেন যগুলো আল্লাহ তাকে শিখিয়ে দবিনে। এরপর তাকে বলা হবে: “মুহাম্মাদ, তুমি তোমার মাথা তোল। তুমি চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।” নবীজরি বৃহত্তম সুপারিশ (শাফায়াত) হবে অবলিম্বে হিসাব শুরু করার জন্য।

৪. এরপর আমলসমূহ পশে করা হবে।

৫. আমলসমূহ পশে করার পর হিসাব করা হবে।

৬. প্রাথমিক হিসাবের পর আমলনামার পাতাসমূহ উড়তে থাকবে। প্রাথমিক হিসাব আমল পেশেরে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ এ সময় তর্ক-বতির্ক হবে, অনেকে ওজর-আপত্তি পেশ করা হবে। তারপর আমলনামার পাতাসমূহ উড়তে থাকবে।
ডানপন্থীদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। বামপন্থীদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তারপর আমলনামা পড়া হবে।

৭. আমলনামা পড়ার পর আবার হিসাব করা হবে যাত্রে কোনও ওজর বা কফৈয়িতের সুযোগ না থাকে এবং আমলনামায় থাকা সব কছু পড়ার মাধ্যমে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

৮. তারপর মীযানে আনা হবে। মীযানে আমরা যগুলাের কথা উল্লেখ করছি সেগুলো মাপা হবে।

৯. মীযানে মাপার পর মানুষ নানা দলে ও গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেকে শ্রগীর মানুষ তার স্বশ্রগীর সাথে। নবীদের পতাকাসমূহ উত্তোলন করা হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা, ইব্রাহীমের পতাকা, মুসার পতাকা—এভাবে শেষে পর্যন্ত। মানুষের প্রকারভেদে তারা পতাকাতলে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হবে। প্রত্যেকে প্রকারকে অনুরূপ প্রকারের সাথে একত্রিত করা হবে। যালে ও কাফেরদেরকেও অনুরূপ মানুষের সাথে হাশর (একত্রিত) করা হবে, যমেনটি আল্লাহ বলেন: **احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** (ফরেশেতাদেরকে বলা হবে,) “জালেদেরকে, তাদের দোসরদেরকে ও তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত তাদেরকে একত্রিত (হাশর) করো।” [সূরা সাফাত: ২২-২৩] মুশরকি জ্ঞানীদেরকে মুশরকি জ্ঞানীদের সাথে একত্রিত করা হবে। যালেদেরকে যালেদের সাথে একত্রিত করা হবে। পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদেরকে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর সাথে হাশর করা হবে ইত্যাদি।

১০. এরপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের দিকে অন্ধকার করে দবিনে; আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। মানুষকে যতটুকু আলো দেওয়া হবে তারা এর সহায়তায় চলবে। এই উম্মতও চলতে থাকবে, তাদের মাঝে মুনাফকরা থাকবে। যখন তারা নজিদেরে আলোতে চলতে থাকবে তখন আলোচতি প্রাচীরটি স্থাপন করা হবে। যে প্রাচীরে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۚ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“অতঃপর তাদের (উভয় দলের) মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যার একটি দরজা থাকবে। এর ভিতরের দিকে থাকবে রহমত এবং বাইরের দিকে থাকবে আযাব। তারা মুমনিদেরকে ডেকে বলবে: আমরা কিতোমাদের সাথে ছলাম না? মুমনিরা বলবে: হ্যাঁ (ছিল), কিন্তু তোমরা নজিরোই নজিদেরকে বপিদগ্রস্ত করেছে ও সন্দেহে পোষণ করেছে। আর (মিছে) আশা তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। অবশেষে আল্লাহর আদেশে এসে গিয়েছে। (আসলে) মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে।” [সূরা হাদীদ: ১৩-১৪] আল্লাহ মুমনিদেরকে আলো দবিনে। ফলে তারা পুলসরিতরে রাস্তা দেখতে পাবে। অন্যদিকে মুনাফকদেরকে আলো দেওয়া হবে না। তারা কাফেরদের সাথে থাকবে এবং জাহান্নামে পড়ে যাবে।

তারা হাটতে থাকবে এবং তাদের সামনে থাকবে জাহান্নাম। আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

১১. তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম পুলসরিতে আসবেন। তিনি নিজের জন্য ও তাঁর উম্মতের জন্য প্রার্থনা করে বলবেন: ‘হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!’ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলসরিতে অতক্রিম করবেন। তাঁর উম্মতও পুলসরিতে অতক্রিম করবে। প্রত্যেকে তার আমল অনুপাতে পুলসরিতে অতক্রিম করবে। প্রত্যেকের কাছে তার আমল অনুপাতে আলো থাকবে। আল্লাহ যাকে ক্ষমা করবেন সে পরে যাবে। আর তাওহীদধারীদের মধ্যে আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে চান সে জাহান্নামে পড়ে যাবে। এরপর যখন তারা জাহান্নাম অতক্রিম করবে তখন তারা জান্নাতের আঙিনায় এসে সমবতে হবে। অর্থাৎ যে আঙুনিগুলোকে আল্লাহ ঈমানদারদের পারস্পরিক জুলুমের কসাস (প্রতিশোধ) ন্যায় ও তাদের অন্তর থেকে বদ্বিষে দূর করার জন্য প্রস্তুত করেছেন। অবশেষে তারা এমন অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে যে তাদের অন্তরে কোনো বদ্বিষে নেই।

১২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে দরদীর মুহাজিরগণ। তারপর দরদীর আনসারগণ। তারপর এই উম্মতের দরদীররা। ধনীদর বলিম্ব করা হবে। কারণ তাদের সাথে অন্যান্যদের হিসাব-নিকাশ থাকবে। তাদের সেই হিসাব নেওয়ার জন্য [শাইখ সালহি আলুশ শাইখ রচিতি ‘শারহুত ত্বহাভী’ (পৃ. ৫৪২- শামলো সংস্করণ) থেকে ঈম্বৎ পরিবর্তনসহ]

কোনো মানুষ মারা যাওয়ার সময় তার কাছে দু'জন শয়তান মা-বাবার আকৃতি ধরে বসে থাকে এবং তাকে ইহুদ-খ্রিস্টান ধর্মের অনুসরণের নরিদশে দিতে থাকে— এটি কী প্রমাণতি?

আমরা এমন কোনো সহহি হাদীস জানি না যখনে বলা হয়েছে যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে তার সামনে দু'জন শয়তান বাবা-মার আকৃতি নিয়ে বসে তাকে ইহুদ-খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণের নরিদশে প্রদান করে।

তবে কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ ‘তায়করোহ’ (পৃ. ১৮৫) গ্রন্থে বলেছেন: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: বান্দার মৃত্যুর সময় দুটি শয়তান তার কাছে বসে থাকে। একটি তার ডানে, অন্যটি তার বামে। তার ডানে যে শয়তান বসে সে বাবার আকৃতি ধারণ করে তাকে বলে: হে আমার ছেলে! আমি তোমার ব্যাপারে দয়ার্দ্র ছলাম এবং তোমাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু তুমি খ্রিস্টধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো; এটি সর্বোত্তম ধর্ম। তার বামে একটি শয়তান মায়ের আকৃতি নিয়ে বসে তাকে বলে: হে আমার ছেলে! আমার পটে ছিল তোমার জন্য আধার ছিল। আমার স্তন ছিল তোমার জন্য মশক। আর আমার উরু ছিল তোমার পা রাখার স্থান। কিন্তু তুমি ইহুদ ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো; এটিই সর্বোত্তম ধর্ম।’ [বর্ণনাটি ইবনু আব্বাযাইদের রসিলাতের একটি ব্যাখ্যায় আবুল হাসান আল-ক্বাবসৌ উল্লেখ করেছেন। আবু হামদে তার কাশফু উলুমলি

আখরিহ গ্রন্থে ভাবার্থে এটি উল্লেখ করছেন]

তবে উক্ত বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই। তাই এর মাধ্যমে প্রমাণ পশে করা যায় না।

কিন্তু আদম সন্তানরে মৃত্যুর সময় শয়তান তার কাছে উপস্থিতি হয়। তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই রূপে বা অন্য রূপে কাছে হাজরি হয়। আবু দাউদ (১৫৫২) ও নাসাঈ (৫৫৩১) বর্ণনা করেন: আবুল ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি— চাপা পড়া থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— উঁচু স্থান থেকে পততি হওয়া থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— পানতি ডোবা থেকে, আগুন পোড়া থেকে এবং অতশিয় বারধক্য থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— মৃত্যুর সময় শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— আপনার পথে জহিদরত অবস্থায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মৃত্যুবরণ করা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— বশিক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যু থেকে।”[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহহি আবু দাউদে সহহি হিসেবে গণ্য করেন]

খাত্তাবী রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘মৃত্যুর সময় শয়তানরে দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে এই য়ে: সৎ দুনিয়া থেকে বদায় নওয়ার সময় শয়তান তার উপর ভর করে তাকে বিভ্রান্ত করা, তার মাঝে ও তাওবা করার মাঝে প্রতবিন্দক হওয়া অথবা তাকে নিজেকে শুধরে নতি অথবা কোনো যুলুম থেকে বরে হতে বাধা দেওয়া অথবা তাকে আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নরাশ করে তোলা অথবা সৎ মৃত্যু অপছন্দ করা ও দুনিয়ার জীবনের জন্য আফসোস করা। ফলে সৎ আল্লাহ তার জন্য য়ে মৃত্যু ও আখরিতরে জীবনে স্থানান্তররে ফয়সালা করছেন তাত সন্তুষ্ট হব না। ফলশ্রুতিতে তার খারাপ মৃত্যু হব এবং সৎ আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করব য়ে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট।

বর্ণতি আছে য়ে শয়তান আদম সন্তানরে উপর মৃত্যুর সময়রে চয়ে আর কোনো সময়ে এত বেশি চড়াও হয় না। শয়তান তার সহযোগীদেরকে বলে: তোমরা একে ধরো। আজকে তোমাদের থেকে সৎ ছুটে গেলে আর ধরতে পারবে না।’[মা’আলমিস সুনান (১/২৯৬) থেকে সমাপ্ত][দখুন: আত-তায়করোহ (পৃ. ১৮৫)]

ইমাম আহমদরে ছলে সালে বলে: যখন আমার বাবার মৃত্যু ঘনিয়ে এল তখন আমি তার কাছে বসলাম। আমার হাতে এক টুকরো কাপড় ছিল; যনে আমি সটে দিয়ে তার চোয়ালদ্বয় বাঁধতে পারি। তিনি ঘামতে লাগলেন। তারপর অস্বস্তি অনুভব করলেন। একবার চোখ খুলে হাত দিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বললেন: ‘এখনো না, এখনো না।’ এমনটি তিনিবার বললেন!!

পরে আমি বললাম: বাবা, এই সময়টাত আপনাকী বলছিলেন? তিনি বললেন: ‘বৎস! তুমিকি জানো না?’ আমি বললাম: না।



তিনি বললেন: 'ইবলসিরে উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক। সবে আমার জুতার কাছে দাঁড়িয়ে আঙুল কামড়াচ্ছে। সবে বলছে: আহমদ, তুমি আমার থেকে ছুটে গেছে! আমি বলছিলাম: না; যতক্ষণ না মরছি!'[ত্বাবাকাতুল হানাবলিহ (১/১৭৫) থেকে সমাপ্ত]

কুরতুবী বলেন: আমাদের শাইখ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে উমর আল-কুরতুবী আলকেজান্দ্রিয়ার সীমান্তে থাকা অবস্থায় বলেন: আমি আমাদের শাইখ আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুরতুবীর মৃত্যুর সময় কর্ডোভায় উপস্থিতি ছিলাম। তাকে বলা হচ্ছিল: আপনি বলুন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলছিলেন: না, না। জ্ঞান ফরোর পর তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আমার ডানে ও বামে দু'জন শয়তান এসেছিল। একজন বলছিল: ইহুদী হয়ে মরো, এটি সর্বোত্তম ধর্ম। আরেকজন বলছিল: খ্রিস্টান হয়ে মরো, এটি সর্বোত্তম ধর্ম। আমি তাদেরকে বলছিলাম: না, না। আমার জবাব তাদের উদ্দেশ্যে ছিল; তাদের উদ্দেশ্যে না।

আমি বলব: নেককারদের থেকে এমন ঘটনা অগণিত। এমন উত্তর শয়তানরে উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে; যে ব্যক্তি তাকে কালমি তালকীন দিচ্ছে তার উদ্দেশ্যে নয়।'[আত-তায়করোহ (পৃ. ১৮৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।